"গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত".

আবেহায়াত

নিয়ামতে হর্ দো জাহাঁ বা আফিয়াত্ মি খাস্ত্ দিল্
আতেশে এশ্ক্ আমদ্ ও হর্ দোজাহানে মন্ বেসোখ্ত্
(খাঃ মঈনউদ্দীন চিঃ আঃ)

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

২য় সংস্করণ।

মখ্‌দুমি লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী
মহম্মদ মোবারক আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

করুণাময়ের কৃপায়—আবেহায়াতের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর প্রায় দেড় বৎসর কাল মুদ্রা যন্ত্রের গর্ভে থাকিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আবশ্যক বোধে কোন কোন স্থানে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিলাম। এবার চারিটি নূতন কবিতা সংযোজিত হইল। কাগজ ইত্যাদির মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না।

বার্টন মোস্‌লেম হোষ্টেল,
যশোহর
নভেম্বর—১৯২১

একান্ত বশংবদ—
শেখ হবিবর রহমান

ভূমিকা

পারস্য-সাহিত্যে গজল-কাব্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। আরবী ও উর্দ্দূতেও ইহার আদর কম নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার প্রচলন হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তক আবে-হয়াত বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অভাব কথঞ্চিৎ পরিপূরণের জন্য দুর্ব্বল লেখনীর ক্ষীণ প্রয়াস মাত্র।

আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দূ সাহিত্যে "দেওয়ান" নামধেয় গ্রন্থগুলি মাত্র গজলের দ্বারাই পরিপূর্ণ। এই দেওয়ানের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; প্রায় প্রত্যেক কবিই, এমন কি অধিকাংশ মুসলমান তপস্বিগণ পর্যান্ত এই সমস্ত দেওয়ান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানে কবির নাম বা কবিতার জন্য গৃহীত বিশেষ নাম (তখল্লস্) অনুসারে দেওয়ানের নামকরণ হইয়া থাকে। জগৎবিখ্যাত কবি হাফেজের প্রসিদ্ধ "দেওয়ানে হাফেজ" গ্রন্থের কথা অনেকেই অবগত আছেন। দেওয়ান গ্রন্থে গজলগুলি বর্ণমালার ক্রমিকতা অনুসারে সাজান হয়; ইহাতে অভিধানের ন্যায় যে কোন গজল সহজেই বাহির করা যায়।

গজল কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রায়ই প্রেম, প্রেমাস্পদ, মদিরা ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা লিখিত থাকে। বর্ণনাগুলি অধিকাংশ-স্থলে জাগতিক ভাবে থাকিলেও ইহার লক্ষ্য অবিনশ্বর প্রেমময় খোদা-তালার দিকে। তবে সাধারণের ধারণার উপযুক্ত করিবার জন্য জাগতিক প্রেমাস্পদগণের বর্ণনার গাথার সুরে ইহার সুর তোলা

না আজ্ আদম্ না আজ্ হাওয়া না আজ্ ফিরদওসে রিজওয়ানম্ ।৩
মকানম্ লা মকাঁ বাশদ্ নিশানম্ বে নিশাঁ বাসদ
না তন্ বাশদ্ না জাঁ বাশদ্ না বাশদ্ এশ্কে জানানম্ । ৪
হুয়াল আউওল্ হুওাল্ আখির্ হুয়াজ্জাহির হুয়াল্ বাতিন্
বজুজ্ ইয়াহু ওইয়া মন্হু দিগর্ চিজে নমী দানম্ । ৫
দুয়ী বা চঁু বদর কর্দ্দম একে দিদম্ দো আলম্‌রা
একে দানম একে খানম্ একে জোয়ম্ একে বিনম্ । ৬
আলা ইয়া শমস্ তব্ রিজী চরা মস্তী দরিঁ আলম্
বজুজ মস্তী ও মদহুশি দিগর্ চিজেনমী দানম্ । ৭

(শমস্ তবরেজ্)

এই পুস্তকে দুই একস্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত পার্সি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। যে সমস্ত শব্দ হিন্দু মুসলমান সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন, এইরূপ শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ পার্সি-ভাবপূর্ণ একখানি পুস্তকে এই ভাবের শব্দ ব্যবহার আবশ্যক মনে করি এবং আশা করি, ইহা সর্ব্বজনানুমোদিত হইবে। যখন রং-মহল, নূর-মহল, সওগত, খেয়াল ইত্যাদি নামীয় হিন্দুলিখিত পুস্তক বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তখন আবে-হায়াত নামটিও আপত্তিজনক হইবে বলিয়া মনে করি না। (১) আমি বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত যথোপযুক্ত সাবধানতার সহিত পুস্তকখানি সুসম্পন্ন করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য যে সমস্ত ত্রুটি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমি যে সমস্ত মহাতপা মহাপুরুষগণের পবিত্র ও উন্নত পথে একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছি,

(১) নামের অর্থ ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের পবিত্র মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ আমার উদ্দেশে বর্ষিত হউক। তাঁহাদের চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া তাহারি বরকতে (প্রভাবে) খোদাতালার মঙ্গলময় ইচ্ছাতে যেন আমি দীন ভিখারীবেশে তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে পারি। এস্থলে ইহাও আন্তরিক প্রার্থনা, যেন আমার স্বদেশীয় বন্ধুগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত অত্যুজ্জ্বল আলোকময় পথে জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারেন।

এই পুস্তকের প্রকাশক বন্ধুবর মৌলবী আব্দুলমজিদ সাহেবকে এবং প্রকাশে সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার অন্যতম পুস্তক পারিজাত নিঃস্বার্থভাবে প্রকাশ করিয়া প্রিয়বন্ধু মৌলবী আলতাফ হোসেন বি এ, সাহেব প্রকারান্তরে বর্ত্তমান পুস্তক আবে-হায়াত প্রকাশের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; এই সুযোগে তাঁহার প্রতিও আমার অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লা এম, এ, বি, এল, এবং বন্ধুবর মৌলবী মহম্মদ ইসহাক বি, এ, সাহেবদ্বয়ের কোন কোন যুক্তি গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র।

কলিকাতা,
ইলিয়ট মাদ্রাসা হোষ্টেল,
জানুয়ারী ১৯১৪ সাল।

বিনীত
গ্রন্থকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার পরীক্ষক

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন প্রণীত

কোহিনূর গ্রন্থাবলী।

১। কোহিনূর কাব্য। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে হজরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনা বিবিধ ভাব-কল্পনা অলঙ্কারাদিতে বিশোভিত হইয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও মৌলিক। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১।৵০।

২। পারিজাত। কবিতা-কাননে স্বর্গের পারিজাত। অভিনব বেশে দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ॥৵০

৩। আবেহায়াত। বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য গজলের অপূর্ব্ব মাধুরী ও স্বর্গীয় প্রেমের মধুর ঝঙ্কার। বর্দ্ধিত বেশে দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ।৵০

৪। বাঁশরী। বাঁশরীর অপূর্ব্ব সুরে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার উঠিবে ; হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে—মূল্য ১৲

৫। চেতনা। পাঠে প্রাণে নব চেতনার সঞ্চার হইবে—মূল্য ।০

৬। নিয়ামত। নানা রসে রসাল, সুললিত, সারগর্ভ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ বারটী গল্প ; ইহা সমাজসংস্কারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—মূল্য ১৲

৭। হাসির গল্প। বিবিধ উপদেশপূর্ণ শতাধিক হাসির গল্প। পড়িতে বসিলে হাসিয়া হাসিয়া অধীর হইতে হইবে। শিশুপাঠ্য নির্দ্দোষ আমোদের বহি—মূল্য ॥০

৮। ভারতসম্রাট বাবর। বালকবালিকাগণের জন্য সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় সম্রাট্ বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী—মূল্য ।৵০

৯। পরীর কাহিনী। বিংশশতাব্দীর আরব্যোপন্যাস। স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা। পরীজাদী গোলবাহার মানবনন্দন মনোয়রের সহিত কি ভাবে প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, কি ভাবে তাহারা নিশীথ রাত্রে মনের আনন্দে গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, কি ভাবে শেষে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। যাঁহারা পরীর কাহিনী প্রথম ভাগ পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহার দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া সকল রহস্য ভেদ করুন। পরীজাদী গোলবাহারের সহিত দুরাত্মা দৈত্য আর্দ্দাহাশের ক্রমাগত সংঘর্ষের বিস্ময়কর অদ্ভুত লোমহর্ষণ কাহিনী, দানবগণের ভীষণ প্রতিহিংসা, তাহার ফলে মায়াজালে পরিবেষ্টিত মনোয়রের আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা পড়িয়া বিস্ময়ে অবাক্ হউন। এমন কৌতূহলোদ্দীপক সত্য ঘটনামূলক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। পুস্তকখানি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। সুন্দর বাঁধাই, দুই ভাগ একত্রে—মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

আলমগীর। মোগলকুলতিলক শাহান্‌শাহ্ মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীবকে সিংহাসনারোহণকালে যে সমস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি লিখিত। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্রাট্ আওরঙ্গজীবের ধর্ম্মোজ্জ্বল চরিত্র-চিত্র স্বার্থান্বেষী বিধর্ম্মী লেখকগণের হস্তে যেসমস্ত অলীক কলঙ্ককাহিনীতে মসী-মলিন হইয়া রহিয়াছে এই গ্রন্থ পাঠে তাহার সম্যক্ অপনোদন হইবে। ইহা একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস। বিষয় মাহাত্ম্য, ঘটন-বৈচিত্র্যে ও লিপিচাতুর্য্যে এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। ইহাতে কেবল ভায়ে ভায়ে আত্মকলহ বা নীচ স্বার্থসাধনের জন্য কূট রাজনীতির অবতারণা নাই,—ইহাতে আছে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ—প্রজাপালন ও রাজধর্ম্ম

সংরক্ষণের জন্য আত্ম-সুখে জলাঞ্জলি—স্নেহ-মমতা, অনুরোধ-উপরোধ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া নিশিদিন শুধু কঠোর কর্ত্তব্যের দ্বারে আত্ম-বলিদান! পুস্তকের আকার বৃহৎ, ৩২২ পৃষ্ঠা, সুন্দর সিল্কের বাঁধা, মূল্য ১৮৹ এক টাকা বার আনা।

☞ কোহিনূর কাব্য, পারিজাত, আবেহায়াত, বাঁশরী, নিয়মিত হাসির গল্প এবং পরীর কাহিনী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

ম্যানেজার মখ্‌দুমী লাইব্রেরী।
৫ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর
খান বাহাদুর
হাজী
মৌলবী মহম্মদ আহ্‌সানুল্লা এম, এ, সাহেবের

অভিমত।

শেখ হবিবর রহমান মুসলমান-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পারস্যোদ্যান হইতে বহু যত্ন সহকারে বিবিধ দুর্ল্লভ কুসুম চয়ন করিয়া ভক্তপ্রাণ মুসলমানদিগকে যে মনোরম উপহার প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট অতীব ধন্যবাদার্হ। তাঁহার কবিতা পাঠে ভক্ত জীব বিশ্বরহস্য ভেদ করিয়া অলক্ষ্যে স্বীয় মহ্‌বুবের সহিত প্রেমালাপ করে ও ক্ষণেকের জন্য স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। এরূপ কবিতা আজকাল অতি বিরল। ইহার ক্ষমতা অলৌকিক। ইহা পাঠে মরু-হৃদয় সিক্ত হয়; দগ্ধপ্রাণও শান্তি লাভ করে। প্রেমিক অনিত্য বিশ্বে অনন্ত প্রেমের উদ্ভাবন দেখিয়া প্রেমময়ের সান্নিধ্য লাভ করে। ইতি ১২ই মে, ১৯১৭।

সূচীপত্র ।

৭/৭৭(ক)

আবে-হায়াত

নূতন নূতন ধরণে

"মত্‌রবে খোশ্‌ নওয়া বোগো
তাজা বতাজা নও বনও।
বাদাএ দিল্‌কুশা বোজো
তাজা বতাজা নও বনও।"

(হাফেজ।)

গাও হে গায়ক, গাওহে মধুর
নূতন নূতন ধরণে,
তুলিয়া ললিত সুমধুর সুর
নূতন নূতন ধরণে। ১

দাওহে পেয়ালা মদিরা-পূরিত,
লয় যা পরাণ কাড়িয়া;
বহুক হৃদয়ে অমিয় প্রচুর
নূতন নূতন ধরণে। ২

হ যে যখন প্রেমাস্পদ সনে
বিজন বিরলে বসিবে,
পিবে মনোসাধে সুধা সে বিধুর
নূতন নূতন ধরণে। ৩

জীবন সার্থক হইবে কেমনে
মধুর মদিরা বিহনে ;
স্মরি তারে খাও মদিরা মধুর
নূতন নূতন ধরণে। ৪

মম প্রিয়সখা আমারি কারণে
কতই সুন্দর করিয়া
ফুটাইলা হাসি প্রকৃতি-বধূর
নূতন নূতন ধরণে। ৫

বাজুক সেতারা হৃদয়ের তারে
উঠুক সঙ্গীত আকাশে,
রুনু রুনু রুনু বাজুক নূপুর
নূতন নূতন ধরণে। ৬

যদি হে সমীর, কর কভু গতি
মম প্রিয়সখা-আবাসে,
হাফেজের গাথা গে'ও ফুর্ ফুর
নূতন নূতন ধরণে। ৭

———

৩০—৪—১৯১৩

কে আমি?

"চে তদ্‌বির্ আয় মুসল্‌মানাঁ
কে মন্ খোদ্ রা নমী দানম্
না তর্‌সা না ইহুদিয়ম্
না গেব্‌রম্ না মুসল্‌মানম্।"

(শম্‌স্ তব্‌রেজ)

কে আমি— কে আমি, হে মোস্‌লেমগণ,
আমি ত আমায় জানি না,
নহি মোসল্‌মান, নহিত কাফের—
মম কি উপায় জানি না। ১

নহি জলচর, নহি স্থলচর
পূর্ব্ব পশ্চিমের নই হে
কোথা মোর ঘর, আরব তাতার
কিংবা বাঙ্গালায় জানি না। ২

মৃত্তিকা সলিলে অনল অনিলে
জনম আমার নয় হে,
আদম হইতে নহিত গো আমি,
কে আমি কোথায় জানি না। ৩

আমার নিবাস "অনিবাস" ধামে
"নিশান"* আমার নাই হে,
নাহি মোর দেহ, নাহি মোর প্রাণ
কিছু এ ধরায় জানি না।৪

তিনিই প্রথম, তিনিই চরম,
পূর্ব্বাপর সব তিনি হে ;
তিনিই সকল, তাঁহাতেই সব,
আরত কাহায় জানি না। ৫

দ্বিত্ব যখন দেই উঠাইয়া
একাকার সব দেখি হে ;
একি সেই পূজি, একি সেই খুঁজি,
আর সমুদায় জানি না। ৬

হে শম্‌স তব্‌রেজ, কেন এ জগতে
এমন পাগল তুমি হে,
শুধু বাতুলতা—শুধু প্রমত্ততা,
বিনা ত তোমায় জানি না। ৭

১২—৯—১৯১৩,

* চিহ্ন।

আবাহন

আজ্‌কে তোরা দেখ্‌বি যদি
আয়রে তবে আয়,
রং-বেরংএর ফুল ফুটেছে
প্রেমের বাগিচায়। ১

আমার, মরা-গাঙে বান ডেকেছে
দু'কূল উছলিয়ে
তুফানগুলি কেমন মধুর
ভেসে ভেসে যায়। ২

ডাক্‌ছে কোকিল ডাক্‌ছে শ্যামা
দোয়েল পাপিয়া,
ফুট্‌ছে কেমন মধুর শোভা
তরুলতিকায়। ৩

নাচ্‌ছে কেমন কুসুমরাজি
মধুর হাসিতে;
পড়্‌ছে যেন ঢলে ঢলে
এ উহার গায়। ৪

আজ্‌কে কেমন মলয় বায়ু
বচ্ছে ধীরে ধীরে,
ধীরে ধীরে জাগ্‌ছে হিয়া
নব চেতনায়। ৫

আজ্‌কে কাহার মধুর সুবাস
আস্‌ছে যেন ভেসে,
মেতেছে মন কেমন-তর
নূতন মদিরায়। ৬

আজ্‌কে হবিব কেমন যেন
সবি গেছে ভুলে,
নাইক সে ত কোন থানে
সারা দুনিয়ায়। ৭

১৪—৬—১৯১৩

মিলনে

আমার এ হিয়া তোমার হিয়ায়
গিয়াছে মিশে,
আমার এ আমি সকলি তোমায়
গিয়াছে মিশে। ১

কত আদরের—কত যতনের
এ মম দেহ,
দেখিতেছি যেন কিসের ছায়ায়
গিয়াছে মিশে। ২

কি যেন স্বপন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে
চকিতে আজি ;
স্বপনে স্বপন কি এক মায়ায়
গিয়াছে মিশে। ৩

চারি দিকে দেখি ধুধু ধুধু ধুধু
কুহেলি-ময় ;
দূরে দূরে ধরা আকাশের গায়
গিয়াছে মিশে। ৪

মাটীর এ ধরা ও সপ্ত-গগন
কেমন যেন,
কি এক কুহকে স্বরগ-সীমায়
গিয়াছে মিশে। ৫

মলয় সমীর বহে ঝির ঝির
জ্যোছনা-ময়,
কেমনে তা যেন এ মম হিয়ায়
গিয়াছে মিশে। ৬

সাঁঝের তারকা উষার সে হাসি
কেমনে যেন,
নীরবে নীরবে এ হৃদয়-গায়
গিয়াছে মিশে।

আমার এ আশা, আমার এ ভাষা,
জীবন লীলা,
কোথায় কি এক সুদূর সীমায়
গিয়াছে মিশে। ৮

আসিয়াছি কোথা, দেখিতেছি যেন
জগত-ময়,
মদিনা মক্কা কাশী ও গয়ায়
গিয়াছে মিশে। ৯

চাহ মোর পানে—চাহ মোর পানে
দেখিতে পাবে,
কেমনে হেথায় গঙ্গা যমুনায়
গিয়াছে মিশে। ১০

আমার এ দেহ, আমার এ প্রাণ
সকলি যেন
কি এক তীব্র মধুর ছটায়
গিয়াছে মিশে। ১১

আজি ত হবিব আছে ভেবা-চেকা
অবাক্ হ'য়ে
দেখিছে সে সবি, কি যেন কোথায়
গিয়াছে মিশে। ১২

৮—৭—১৯১৩

"সে"

আমারও আছে প্রিয়তম কেহ,
তারে যদি আমি পাই গো,
ছেড়ে দিয়ে এই বিশ্ব-সংসার
তারি পাছে পাছে ধাই গো। ১

আমারও আছে কোন এক জন
তারি কথা মনে জাগিলে,
ভুলে গিয়া সব হইয়া তন্ময়
তাহারেই শুধু চাই গো। ২

নয়ন-আড়ালে যদিও সে আছে,
র'য়েছে নয়নে নয়নে ;
চাহিলে সে ফিরে, নয়ন তুলিয়া
সকলি ভুলিয়া যাই গো। ৩

হৃদয়-কাননে তাহার বাঁশরী
উঠে রে যখন বাজিয়া ;
কুরঙ্গম সম হইয়া উধাও
কি জানি কোথায় ধাই গো। ৪

ভাবিতাম আগে কে আমি কোথায় ?
ছিল মনে কত কামনা ;
তাহারে দেখিয়া ভুলিয়াছি সব,
কিছু ত না আর চাই গো। ৫

হবিবের প্রাণ তাহারই প্রেমে
গিয়াছে রে আজি মজিয়া;
বাসনা এখন তাহারি মাঝারে
চিরতরে ডুবে যাই গো।

দাও হে দেখা দাও হে !

জুড়াইয়া মন জুড়াইয়া প্রাণ
দাও হে দেখা দাও হে,
দারুণ দুর্গতি কর অবসান
দাও হে দেখা দাও হে। ১

বড়ই বিভ্রমে পড়িয়াছি আমি,
নাই শান্তি আর জগতে,
এ দগ্ধ-প্রাণে কর শান্তিদান,
দাও হে দেখা দাও হে। ২

দেখেছে অনেক, স'য়েছি অনেক,
হয়নি ত হেন কখন ;
হই নাই কভু এমন "হয়রান্"
দাও হে দেখা দাও হে। ৩

তোমার "জামাল" * তোমার মাধুরী
দেখিতে এ প্রাণ মাতিছে ;
হও হও দানে হও "মেহেরবান" †
দাও হে দেখা দাও হে। ৪

---

* প্রশান্ত সৌন্দর্য্য। † দয়ালু।

ছাড়িয়া জগত ছাড়িয়া সংসার
অলক্ষ্যে এ মন ছুটিছে
তোমারি কারণে ওহে "রহমান" *
দাও হে দেখা দাও হে। ৫

তোমার সুবাসে মাতিছে এ মন
নাচিছে এ প্রাণ হরষে
কোথা আছ তুমি ওহে "বেনেশান" †
দাও হে দেখা দাও হে। ৬

প্রেমের উচ্ছ্বাস জাগিছে এ প্রাণে
কিন্তু কই তোমা পাই না;
ধরিতে তোমায় ছুটিছে এ প্রাণ
দাও হে দেখা দাও হে। ৭

তোমার বিরহে দেখ সমীরণ
হা হা হা হা করি কাঁদিছে;
এ পরাণে মম বাজিছে বিষাণ
দাও হে দেখা দাও হে। ৯

অভাবে তোমার আকাশ-হৃদয়
হয়েছে রুধির-রঞ্জিত;
হ'য়েছে হৃদয় ভেঙ্গে খান খান,
দাও হে দেখা দাও হে। ৯

* অত্যন্ত দয়ালু — ঈশ্বর। † যাহার কোন চিহ্ন নাই।

তোমার অভাবে আঁধার—আঁধার,
নিরানন্দময় সকলি
এ সংসার মম ভীষণ-শ্মশান
দাও হে দেখা দাও হে। ১০

তোমার অভাবে ঘোরশূন্যময়
এ সংসার মম নয়নে ;
ফাটিছে পাহাড় কাঁপিছে বিমান,
দাও হে দেখা দাও হে।

আর কত দিন পাগলের বেশে
দ্বারে দ্বারে মোরে ঘুরাবে ?
হ'য়েছি হ'য়েছি হ'য়েছি ''হয়রান''
দাও হে দেখা দাও হে। ১২

এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া
পারি না রে আর পারি না
জুড়াও জুড়াও এ তাপিত প্রাণ
দাও হে দেখা দাও হে। ১৩

সে মহা-মাধুরী—সে সুধার সাধ
ভুলিব কি কভু ভুলিব ?
তারি তরে সবি করিব "কোর্ব্বান" *
দাও হে দেখা দাও হে। ১৪

* উৎসর্গ।

ভিখারী হবিব্ যুগ যুগ কাল
আছে তব দ্বারে দাঁড়ায়ে,
শুনহ তাহার কাতর আহ্বান,
দাও হে দেখা দাও হে। ১৫

বড়ই আক্ষেপ বড়ই বিষাদ
বড়ই পিপাসা পরাণে ;
তুমিই তাহার সান্ত্বনার স্থান
দাও হে দেখা দাও হে। ১৬

২—৫—১৯১৩



জানেনা সে

কত ভালবাসি আমি যে তাহারে
জানে না সে।
সে ত আছে দূরে সাগরের পারে
জানে না সে। ১

তাহারি কারণে তাহারি সাধনে
জীবন মম ;
এ সকল কথা হায় একেবারে
জানে না সে। ২

কত কত যুগ তারি তপস্যায়
গিয়াছে কেটে ;
কঠোর সাধন মাঝে অনাহারে,
জানে না সে। ৩

প্রত্যেক নিশ্বাস অগ্নিকণা মম
বিরহ-তাপে,
বাজিছে অশনি হৃদয় মাঝারে,
জানে না সে। ৪

দেখিছ চাঁদিমা, দেখিছ তারকা
বসিয়া নভে ;
আমার কাহিনী কহিও তাহারে
জানে না সে ৫

একবার যদি আসিত সে পাশে,
জনম শোধে
পূজিতাম তারে কত উপচারে,
জানে না সে। ৬

একবার যদি চাহিত সে ফিরে
নয়ন তুলে
কত সুখী তবে করিত আমারে,
জানে না সে। ৭

হবিবের প্রাণে কত ভালবাসা
বেদনা কত,
কহিও সমীর, কহিও তাহারে,
জানে না সে। ৮

১১—৯—১৯১৩

স্মরণে ।

"দিল্‌বরে জানানে মন্‌
  বোর্দ্দা দিল্‌ ও জানে মন্‌
বোর্দ্দা দিল্‌ ও জানে মন্‌
  দিল্‌বরে জানানে মন্‌ ।"

(হাফেজ ।)

মম প্রিয়সখা নিয়াছে কাড়িয়া
  আমার এ প্রাণ আমার এ হিয়া ।
আমার এ প্রাণ আমার এ হিয়া
  মম প্রিয় সখা নিয়াছে কাড়িয়া । ১ *

মম মৃতপ্রাণ উঠে রে জাগিয়া
  মধুর অধর পরশে তার,
মধুর অধর পরশে তার
  মম মৃতপ্রাণ উঠে রে জাগিয়া । ২

তার বরবপু ঝলকে দেখিয়া
  ভুলি রে সরব † নধর সুন্দর
ভুলি রে সরব নধর সুন্দর
  তার বরবপু ঝলকে দেখিয়া । ৩

---

* এই কবিতাটি দেওয়ান হাফেজে ঠিক এই প্রণালীতে লিখিত ।

† অতি সুন্দর তরুবিশেষ । ইহা পারসী সাহিত্যে প্রেমাস্পদের সরল নধর শরীরের সহিত সর্ব্বদা উপমিত হইয়া থাকে । "সরবে সিহি, সরবে সনুবর, ইত্যাদি বহুপ্রকারের সরব তরুরবর্ণনা আছে ।

কেনানী য়ুসফ! * তোমারি লাগিয়া
  মিসরের যত সুষমারাশি
মিসরের যত সুষমারাশি
  কেনানী য়ুসফ তোমারি লাগিয়া। ৪

অধীর অধীর আমার এ হিয়া
  তোমারি কারণে দিবস-যামী,
তোমারি কারণে দিবস-যামী
  অধীর অধীর আমার এ হিয়া। ৫

স্বরগের মহা বিভব বলিয়া
  তারি পদ-ধুলি মাখিব শিরে,
তারি পদধূলি মাখিব শিরে
  স্বরগের মহা বিভব বলিয়া। ৬

১১—৯—১৯১৩



* য়ুসফ বা জোসেফ প্রসিদ্ধ ভাববাদী ও শারীরিক সৌন্দর্য্যে জগৎ-বিখ্যাত ছিলেন। কেনান দেশে তাঁহার নিবাস ছিল। পারসী সাহিত্যে সাধারণতঃ প্রেমাস্পদের সহিত য়ুসফের তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি মিসরে দাসরূপে বিক্রীত—পরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। প্রসিদ্ধ পারসী কবি জামী রলিখিত জোলেখায় এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

এস প্রিয়সখে এস হে !

বড়ই আদরে রাখিব তোমায়
এস প্রিয়সখে এস হে ;
চাহিব না আর চাহিব না কায়,
এস প্রিয়সখে এস হে। ১

রাখিব তোমায় হৃদয়ের মাঝে
পরম আদরে গোপনে,
সরবস্ব দিব সঁপিয়া তোমায়,
এস প্রিয়সখে এস হে। ২

কে তুমি—কোথায় ছিলে লুকাইয়া,
দেখিনি ত আজু তোমারে,
ঘুরিয়াছি কত তোমারি আশায়
এস প্রিয়সখে এস হে। ৩

কাঁদিয়াছি কত নীরবে নীরবে ;
কতই বেদনা সয়েছি
কি যে বজ্রাঘাত বেজেছে হিয়ায়
এস প্রিয়সখে এস হে। ৪

দেখিয়া তোমায় গিছি সব ভুলে
হরষে পরাণ হাসিছে
তুমি সুধাধারা মরু শাহারায়
এস প্রিয়সখে এস হে।

সঁপিব এ প্রাণ সঁপিব এ মন
সকলি তোমায় সঁপিব ;
হইব "কোর্ বাণ" (১) ও কমল পায়,
এস প্রিয়সখে এস হে। ৬
ঝিরি ঝিরি বহে বসন্ত-সমীর
হরষে এ ধরা মাতিছে ;
ফুটিছে মাধুরী তরু লতিকায়
এস প্রিয়সখে এস হে। ৭
এমন রজনী এমন ধরণী
এমন চাঁদনী আকাশে
এ মধুর কালে ভুল না আমায়
এস প্রিয়সখে এস হে। ৮
শূন্য প্রাণে আমি রয়েছি বসিয়া
তোমারই পানে চাহিয়া
পূরিয়া এ ধরা মধুর ছটায়
এস প্রিয়সখে এস হে।
তুমিত আসিলে অখিল নিখিলে
নবীন চেতনা জাগিবে
জাগিবে হবিব নব চেতনায়
এস প্রিয়সখে এস হে। ১০

২৬-৩-১৯১৩

(১) উৎসর্গ।

জান না জান না জান না ।

প্রেমের বেদনা কত সুধাময়
জান না জান না জান না
কত ভাবে কার আঁখিজল বয়
জান না জান না জান না । ১

প্রচণ্ড অনল নিদারুণ তাপে
জ্বালায় পোড়ায় সকলে,
কেন তাহে ছুটে পতঙ্গচয়
জান না জান না জান না । ২

দেয় নিজ দেহ দেয় নিজ প্রাণ
জ্বালাইয়া দেয় সকলি ;
কি স্বার্থ যে তার তুমি মহাশয়
জান না জান না জান না । ৩

বুল্‌বুল্‌ সেই গোলাপের কলি
পাইলরে যদি কোলেতে,
তবু কেন কাঁদি হয়রান হয়
জান না জান না জান না । ৪ *

---

* বুল্‌বুলে বর্গে গুলে খোশ্‌ রং দর্‌ মিন্‌কার দাশৎ ;
ও আন্দর্‌ বর্গ নওয়া খোশ্‌ নালহায়েজার দাশ্‌ৎ ।
গোফ্‌তমশ্‌ দর আএনে অসলই নালা ও ফরিয়াদ চিস্ত্‌
গোফ্‌ত মারা জলুয়ারে মাশুক বর ই কারদাশ্‌ৎ । (হাফেজ)।

যে মহা বিভবে প্রেমিকনিকর
র'য়েছেন সদা মাতিয়া
আভাসও তাহার হে বিষয়ি-চয়
জান না জান না জান না। ৫

বিশ্ব বিশাল অণু কণা সম
নহে তাঁহাদের নয়নে ;
কত যে মহান্ তাঁ'দের হৃদয়—
জান না জান না জান না। ৬

কঠোর নীরস জগতের মাঝে
র'য়েছ তোমরা জড়া'য়ে ;
তাঁদের হৃদয় কত মধুময়—
জান না জান না জান না। ৭

সংসারের ঘোর সাহারার মাঝে
তাঁ'রা ত নন্দনে রয়েছে ;
সে সাধের বাগ কত শোভাময়—
জান না জান না জান না। ৮

অর্থাৎ একটি বুলবুল চঞ্চুর মধ্যে একটি সুন্দর গোলাপ পুষ্প লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। আমি বলিলাম, পূর্ণমিলনের অবস্থায় ক্রন্দন কেন ? সে বলিল, প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্যই আমাকে কাঁদাইতেছে।

প্রেমিকের হাসি, প্রেমিকের কাঁদা,
জড় জগতের নয় হে ;
স্বরগের সুধা তা'র মাঝে রয়,
জান না জান না জান না। ৯

যদিও হবিব্ অতি দীন হীন,
দীন হীন সেত নয় হে ;
ভিতরে তাহার কত মধুময়—
জান না জান না জান না। ১০

কড়ার ভিখারী যদিও সে ভবে—
রাজ-অধিরাজে ডরে না ;
কি ভাবে সে সদা রয়েছে তন্ময়—
জান না জান না জান না। ১১

২০-৬-১৯১৩

একবার শুধু দেখিতে।

আসিয়াছি তোমা' বহুদিন পরে
একবার শুধু দেখিতে,
পরাণ জুড়া'য়ে বারেকের তরে
একবার শুধু দেখিতে। ১

জানি না কে তুমি—থাক কোন্ থানে,
কি তোমার নাম জানি না ;
তবুত এসেছি বড় আশা ভরে
একবার শুধু দেখিতে। ২

যে মধুর ছটা খেলিছে সতত
তব ও বিলোল লোচনে,
কি মধুর তাহা—ক্ষণেকের(ও) তরে--
একবার শুধু দেখিতে। ৩

চাহে না সে আঁখি কুসুম শোভন
চারু শশধর আকাশে ;
পারে রে সে যদি ও "সর্ব"-বরে
একবার শুধু দেখিতে। ৪

জগতের যত ত্যজিব সকল
ত্যজিব সকলি হাসিয়া ;
তোমা' দগ্ধ এই হৃদয়ের পরে
একবার শুধু দেখিতে। ৫

এস প্রিয়সখে, এস প্রিয়সখে,
এস এস এস এস হে ;
চাহে দীন তোমা বড়ই কাতরে
একবার শুধু দেখিতে। ৬

হইত নরক কুসুম-কানন
বসন্ত-সুষমা ভূষিত—
পাইলে সে তোমা' হৃদয় ভিতরে
একবার শুধু দেখিতে। ৭

অভাগা হবিব্ হৃদয়ের স্তরে
রেখেছে নরক জ্বালায়ে,
তোমায় হে চির-জনমের তরে
একবার শুধু দেখিতে। ৮

প্রচণ্ড অনল হইবে শীতল
ফুটিবে প্রসূন তাহাতে,
তুমি হে খলিল * পাইলে তোমারে
একবার শুধু দেখিতে। ৯

১৫-৯-১৯১৩

---

* এব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ) ধর্ম্মদ্রোহী রাজা নমরূদ ইঁহাকে প্রচণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় অগ্নি ইঁহার জন্য কুসুম-কানন সদৃশ শান্তিপ্রদ হইয়াছিল। খলিল শব্দের অর্থ বন্ধু।

যেও না যেও না যেও না।

আসিয়াছ যদি যেও না চলিয়া,
যেও না যেও না যেও না ;
আসিয়াছ যদি সদয় হইয়া—
যেও না যেও না যেও না। ১

তুমিত আমার আরামের স্থল
মরুময় এই মরতে ;
আসিয়াছ যদি, অমন করিয়া
যেও না যেও না যেও না। ২

পরাণের মাঝে থাক হে লাগিয়া
পরাণের মাঝে থাক হে ;
দেখিব তোমায় পরাণ ভরিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ৩

স্বরগের দান তুমি ত আমার
স্বরগের(ও) বুঝি নও হে ;
কি যে তুমি, আহা, পাই না বুঝিয়া,
যেও না যেও না যেও না।৪

চাহিলে বারেক তব মুখ পানে,
ভুলে যাই আমি সব হে ;
ভুলে যাই সব তোমায় স্মরিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ৫

তুমিত আমার সরবস্ব ধন,
কাঙ্গালের তুমি সবহে,
চিরতরে মোরে ভিখারী করিয়া
যেও না যেও না যেও না। ৬

বাঁধিয়া দামনে বসন্ত মাধুরী (*)
যদি রে বারেক এসেছ,
বসহ ক্ষণেক সদয় হইয়া
যেও না যেও না যেও না। ৭

হাসিয়া অধরে সুমধুর হাসি
সুধাকরসম যদি রে
আসিয়াছ, সব আঁধার করিয়া
যেও না যেও না যেও না। ৮

মুছাইতে মোর মনের কালিমা
যদি দয়া ক'রে এসেছ,
এস এস প্রাণে—জুড়াক্ এ হিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ৯

তুমি যে আমার কত কামনার
কত সাধনার ধন হে;
সঁপিব এ প্রাণ তোমারি লাগিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ১০

(*) দামন—বস্ত্রাঞ্চল। পারসী সাহিত্যে এশব্দটির এইরূপ ব্যবহার বহুল প্রচলিত আছে।

কতই বেদনা র'য়েছে জড়ায়ে
পরাণের প্রতি পরতে,
আছি পেরেশান † দেখহ চাহিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ১১

কতই উচ্ছাসে কতই হতাশে
গিয়াছে হৃদয় ভাঙ্গিয়া ;
গিয়াছি ত আমি পাগল হইয়া,
যেও না যেও না যেও না। ১২

আসিয়াছ যদি—আসিয়াছ যদি
পরাণে লাগিয়া থাক হে ;
আসিয়াছ যদি সদয় হইয়া—
যেও না যেও না যেও না। ১৩

চাহিব না আমি—চাহিব না কিছু
স্বরগ মরত পাতালে,
এ পরাণে তুমি থাক গো লাগিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ১৪

† অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ব্যথিত।

অভাগা হবিব্ অতি দীন হীন
চির বিদলিত মথিত ;
কহিছে সে বড় কাতর হইয়া
যেও না যেও না যেও না। ১৫

এ পরাণে তুমি রহিলে লাগিয়া
রাজ-রাজেশ্বর আমি হে ;
জগতের জ্বালা উড়া'ব হাসিয়া,
যেও না যেও না যেও না। ১৬

৪-১৯-১৩



গাও হে, আবার গাও হে।

মতরবা আস্‌রারে মারা
বাজ গো,
কেচ্ছাহায়ে জাঁ ফজারা
বাজ গো।
(শামস্‌ তব্‌রেজ্‌।)

গাও হে গায়ক রহস্য মোদের
গাও হে আবার গাও হে,
পরাণ-মাতানো কাহিনী সাধের
গাও হে আবার গাও হে। ১

আমি ত রসনা বাঁধিয়াছি আজি
কহিব না কোন বারতা,
মধুর রহস্য মমহৃদয়ের
গাও হে আবার গাও হে। ২

যে বাজনা মম বাজিছে হৃদয়ে,
তারি তালে তালে নাচিয়া,
তুলি' প্রতিধ্বনি সে মহা গানের
গাও হে আবার গাও হে। ৩

ভাবেতে আমি যে রয়েছি অধীর,
পশে না কিছু এ শ্রবণে ;
বুকে বুকে মিলি গাথা সে সাধের
গাও হে আবার গাও হে। ৪

সে দিনের সেই আঁধার স্বপনে
অনস্তিত্বময় জগতে,
মধুর সে বাণী বড় আদরের
গাও হে আবার গাও হে। ৫

রহস্যের দ্বার দাও হে খুলিয়া
মধুর সেতার পরশে ;
রহস্য গভীর পাক "রসুলে"র, (*)
গাও হে আবার গাও হে। ৬

প্রেমিকের দোয়া কবুল সতত (†)
পাপ-তাপময় জগতে
আমার সে দোয়া সমগ্র প্রাণের
গাও হে আবার গাও হে।

(*) প্রেরিত মহাপুরুষ, এস্থলে হজরত মহম্মদ। পাক—পবিত্র
(†) দোয়া—প্রর্থনা। কবুল—গৃহীত।

প্রেমের বাজার

দর্‌মিয়ানে পর্‌দায়ে খুন
এশ্‌ক্‌রা গুলজার হা
আশেকাঁরা বা জামালে
এশ্‌কে বেচুঁ কার হা
(শম্‌স্ তবরেজ।)

শোণিতের সেই পরদা লোহিত,
প্রেমের বাগিচা তাহার মাঝে ;
প্রেমিক যে জন তা'তেই তন্ময়,
নাহি মাতে সে ত অপর কাজে। ১

জ্ঞানীর নিকটে দশদিক্ বিনা
অন্য দিক্ আর নাই হে ;
প্রেমিকের চ'খে আছে আরো দিক্
মানস-মোহন মধুর সাজে। ২

দেখেছে প্রেমিক প্রেমের বাজার,
অপরে তা' কভু দেখে না ;
কত কারবার করি'ছে তথায়,
কি জানিবে তাহা যাহারা বাজে (*)। ৩

(*) বাজে অর্থাৎ বাজে লোক।

কতই মন্সুর (১) আছেন গোপনে,
প্রেমের "সওদা" করিতে গিয়া,
ত্যজিয়া মেম্বর (২) হাসিয়া হরষে
সুকঠোর শূলে জীবন ত্যজে। ৪

প্রেমিকের প্রাণ যদিও আহত,
হরষে তা' সদা র'য়েছে পূরে ;
অন্ধকারময় জ্ঞানীর হৃদয়
অবিশ্বাস-বিষ তাহাতে রাজে। ৫

কহে জ্ঞান,—পদ রেখ'না আঁধারে,
অনস্তিত্ব তব কণ্টকময় ;
কহে প্রেম,—চল "ফাণার" (৩) আঁধারে,
পা'বে অমরতা তাহার মাঝে। ৬

হে নির্ব্বোধ, আগে অস্তিত্বের কাঁটা
করহ বাহির চরণ হ'তে,
তবেত দেখিবে তোমারি মাঝারে
নন্দন-কানন মধুর সাজে। ৭

(১) হোসেন মন্সুর। ইনি ঐশী-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া "আনালহক্ বা" অহং ব্রহ্ম বলিতেন। সেইজন্য শরিয়ত বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থায় বিশেষ কঠোরতার সহিত তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। তথাপি তিনি শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত "আনালহক্" বলিতে ক্ষান্ত হন নাই। ইনি বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং বহুবিধ অমূল্যগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

(২) উপদেশ-বেদী ; যাহার উপর দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ বা ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

(৩) ফাণা—অনস্তিত্ব।

হে শমস্ তবরেজ, তুমিত ভাস্কর
দৃশ্যমান মায়া-মেঘের আড়ে,
হইলে বাহির যাবে অন্ধকার,
দেখিবে এ ধরা নবীন সাজে। ৮

খাদেম্ (১) হবিব সে দিন হরষে
চাহে দাঁড়াইতে তোমার পাশে,
তোমার আলোকে আলোক তাহার
হাসিবে দ্বিগুণ ধরণী-মাঝে। ৯

৩০—৪—১৯৪৩



(১) সেবক।

চাই না

কাফেরে এশ্‌ক্‌ম্ মুসল্‌মানী
মরা দর্‌কার নিস্ত,
হর্ রগে মন্ তার গশ্‌তা
হাজতে জুন্নার নিস্ত।

(খসরু।)

আমিত কাফের প্রেমের বাজারে
ধরম তোমার চাই না;
প্রত্যেক ধমনী উপবীত মম,
উপবীত আর চাই না। ১

নির্ব্বোধ হাকিম, যাও যাও দূরে,
এ রোগীর পাশে এস'না;
প্রেমের ব্যথায় ব্যথিত যে আমি,
তা হ'তে নিস্তার চাই না। ২

সেইত আমার ব্যাধির ঔষধ
তারে পেলে সব ভুলিব;
যাও যাও দূরে—হও হে বিদায়,
তব কারবার চাই না। ৩

প্রেমের বেদনা কত সুধাময়—
তুমি কিরে তাহা বুঝিবে ?
প্রেমের কাঁটায় বিঁধিব এ প্রাণ
স্বর্গীয় মন্দার চাই না। ৫

মোদের তরিতে নাই কর্ণধার,
ক্ষতি তাতে কিছু নাই হে ;
মোদের আছেন পাক পরোয়ার (১)
কর্ণধার আর চাই না। ৫

বলিছে "খসরু প্রতিমা-পূজক,"
সত্য সত্য আমি তাই হে ;
প্রতিমা-পূজক আমি তাহাদের
কোন "সরোকার" (২) চাই না। ৬

৩০—৪—১৯১৩

(১) পাক—পবিত্র, পরোয়ার—প্রতিপালক ঈশ্বর।
(২) সম্বন্ধ।

অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ?

আয় মাহে আলম্ সুজে মন্
আজ্ মন্ চরা রঞ্জিদাই ?
আয় শমায়ে শব্ আফ্রুজে মন্
আজ মন্ চরা রঞ্জিদাই ।

(সাদী ।)

হৃদয়ের আলো তুমি হে আমার,
আভাগার' পরে বিরূপ কেন ?
এ আঁধার-ঘরে "চেরাগ" (১) সোণার,
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ১

একদিন যদি পাইতাম তোমা,
প্রাণ মন সব সঁপিতাম তোমা,
হৃদয়ের মাঝে রাখিতাম তোমা ;
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ২

তুমি হে আমার পরাণের ধন,
তুমি হে আমার অমূল্য রতন,
এস' এক দিন দীনের সদন,
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৩

১) প্রদীপ।

আমিত পাগল—পাগল সতত,
জগতের দ্বারে খাই গালি কত,
পুড়ি'ছি তোমাতে পতঙ্গের মত,
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৪

কেন কেন হেন বিরূপ হইলে,
দীন অভাগার কি দোষ পাইলে,
কেন হেন তা'রে মরমে মারিলে ;
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৫

দেখ হে তোমার প্রণয়ে পড়িয়া,
সরবস্ব মোর গিয়াছে ভাসিয়া,
গিয়াছি ত আমি পাগল হইয়া ;
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৬

হে আমার সখে, নধর সুন্দর,
তব প্রেমে বাঁধা মম এ অন্তর,
অমৃত আমার ও মধু-অধর,
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৭

আমি সাধী, আমি তোমার ভিখারী,
অপাঙ্গ তোমার মুনি-মনোহারী,
আমি যে তোমারি—আমি যে তোমারি,
অভাগার 'পরে বিরূপ কেন ? ৮

২—৫—১৯১৩

ভালবাস যদি।

ভালবাস যদি ভালবাসা বিনা
আর কিছু প্রিয় চেওনা;
ভালবাস যদি প্রিয়তম বিনা
কারো পানে আর চেওনা। ১

জগতের এই আড়ম্বর হে'র'
যেওনাক কভু ভুলিয়া;
ভালবাস যদি, নয়নে নয়নে
রেখো তারে—দূরে যেও না। ২

শিখ ভালবাসা পতঙ্গের কাছে,
নীরবে জীবন দাও হে;
ভালবাস যদি, বিহঙ্গের সম
মিছা প্রেম-গান গেওনা। ৩

ভালবাস যদি, হও হে পাগল,
জ্ঞানের বড়াই ছাড় হে;
মজ্‌নুর সম ফির বনে বনে,
কারো পানে কাণ দি'ওনা। ৪

ভালবাস যদি, ত্যজহ শরম,
ধরম করম ত্যজ হে;
ইহ পরকাল দাও রসাতল,
কড়ার ভিখারী হ'ওনা। ৫
কর্ত্তব্য হইতে রহ শত দূরে,
কর্ত্তব্য তোমার নাই হে;
কর্ত্তব্য তোমার দরশন তার,
আর দিকে মন দিও না। ৬
ভালবাস যদি সরবস্ব তব
দাও রসাতল দাও হে;
থমক হইয়া রহ দাঁড়াইয়া,
কোন দিকে আর চেও না। ৭
ডাকিছে হবিব্ বড়ই আদরে,
এস'—এস'—এস'—এস' হে;
ভালবাসি' হবে সার্থক জীবন,
অন্য দিকে আর যেও না। ৮
২৪-৬-১৯১৩

তুমি

তুমি, দিয়াছ আমার হৃদয়ের কালি মুছা'য়ে
তুমি, দিয়াছ আমার চির-দুরগতি ঘুচা'য়ে। ১

কেমন সহজে—কেমন মধুর কুহকে
তুমি, দিয়াছ আমার পরাণের ব্যথা ভুলা'য়ে। ২

ঘোর নিরাশায় গেছে কত যুগ কাটিয়া,
কে তুমি, কে ওগো, আছিলে কোথায় লুকা'য়ে? ৩

পরাণের সনে এ অভাগা জনে বাঁধিলে,
অমিয়-পরশে দিলে এ পরাণ জুড়া'য়ে। ৪

এ দগধ-বুকে ও হৃদি তোমার রাখিলে,
নবীন চেতনা দিলে এ জীবনে জাগা'য়ে। ৫

মুক্তা অধরে "আবে কওসর" (১) পেলা'য়ে,
বিষম পিয়াসা দিলে চিরতরে মিটা'য়ে। ৬

কাণে কাণে মোরে কিঅমর-বাণী শিখা'য়ে
চির-অমরতা দিলে গো এ দেহে জাগা'য়ে। ৭

এমন মধুর, এমন চতুর, তুমি হে,
আছিলে নিঠুর, কোথা এত দিন লুকা'য়ে। ৮

---

(১) স্বর্গীয় অতি মিষ্ট সরবত-বিশেষ।

বিজনে যখন স্মরিব তোমায়—আসিও,
আসিও গো সখে, প্রকৃতি পরাণ নাচা'য়ে। ৯
কি দিবে হবিব্—কি আছে তাহার জগতে
দিবে প্রাণ মন তব "রাহে" (১) সেত বিলা'য়ে। ১০

৬-৭-১৯১৩



(১) পথ।

ডাকিয়া নিও !

আমি, নীরবে নীরবে তোমার দ্বারে
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও ;
নীরব নিঝুম গভীর আঁধারে—
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও ! ১।

মম এ হৃদয় র'বে ভর-পূর
তোমার প্রেমের মধুর আশে ;
আহত হৃদয়ে যবে তব ধারে
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও ! ২।

শত অনুতাপ রহিবে এ প্রাণে,
বহিবে নয়নে সলিল-ধারা ;
অবসন্ন দেহে ধরিতে তোমারে
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও ! ৩।

রহিবে জগত পিছনে আমার,
আসিবে না কেহ আমার পাশে ;
নিরালায় প্রাণ সঁপিতে তোমারে
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও ! ৪।

হবিবের মন, হবিবের প্রাণ
তোমাতেই আছে জড়া'য়ে সদা ;
হে শাহান্‌শাহা, (১) দীন অভাগারে
আসিব গো, তুমি ডাকিয়া নিও! ৫।



২৬-৯-১৯১৩

(১) রাজ-রাজেশ্বর।

শুনাও মোরে

তোমার তত্ত্ব, তোমার কাহিনী
শুনাও মোরে,
মধুর ভাষায় দিবস-যামিনী
শুনাও মোরে। ১

আমিত বুঝি না জগতের গীতি
বধির আমি ;
হৃদয়ের তলে তুলিয়া রাগিণী
শুনাও মোরে। ২

কাণে কাণে মোরে নীরবে নীরবে
আদর ক'রে,
মধুময় সেই অপূর্ব্ব কাহিনী
শুনাও মোরে। ৩

ঘটেছিল যাহা সেই এক দিন
স্বপন-ঘোরে,
রহস্য তাহার ওহে গুণমণি
শুনাও মোরে। ৪

কে আমি—কোথায়—কিসের কারণে
চলেছি ধেয়ে ?
শুনাও আমায় সে সব কাহিনী
শুনাও মোরে। ৫

আমিত জানিনা কি সুধিব আমি
তোমার কাছে ?
শুনিবার যাহা তুমিই আপনি
শুনাও মোরে। ৬

অভাগা হবিব্ র'য়েছে আশায়
হৃদয় বেঁধে ;
তাহার প্রাণের গভীর কাহিনী
শুনাও মোরে। ৭

৮—৭—১৩

প্রেমের তত্ত্ব

মরা দর্ দিল্ বগায়র্ আজ্ দোস্ত্
চিজেদরনমী গঞ্জদ্।
বখিলওয়াত খানায়ে সুলতান
কসে দিগর নমী গঞ্জদ্।

(মঈনদ্দীন চিঃ আঃ)।

আমার এ দেলে প্রিয়সখা বিনা
আর ত কাহায় ধরিবে না ;
রাজাধিরাজের নিভৃত নিলয়—
অন্য কারো তায় ধরিবে না। ১

মম হৃদয়ের উচ্চ-সিংহাসনে
আছেন গোপনে এমন কেহ,
বাহিরে সে তাঁ'র খাটাইলে তাঁবু
সারা বসুধায় ধরিবে না! ২

হউক শরীর কেশের সমান,
মিলনের বাধা হইবে তায় ;
প্রেমিক-যুগল মাঝারে কখনো
বালুকা-কণায় ধরিবে না! ৩

অলক্ষ্য হইতে কে যেন ডাকিয়া
কহিল এ প্রাণ-বিহঙ্গবরে,
প্রেমের গগন গভীর মহান্
পালক তথায় ধরিবে না। ৪

সহস্র জ্ঞানীর হিসাব নিকাশ
হইবে হাসরে (১) মুহূর্ত্ত মাঝে,
প্রেমিকের এক দমের (২) হিসাব
শত হাসরেও ধরিবে না ৫

প্রেমের তত্ত্ব জানিবে কি তুমি ?
হৃদয়-ফলকে পড় হে তবে ;
একটি অক্ষর সে মহাকথার
সারা বসুধায় ধরিবে না। ৬

মন্সুরের ভেদ (৩) প্রেম-সমুদ্রের
এক বিন্দু জল জানিও সবে ;
ইহা হ'তে কম প্রেমিক-জনের
মহান্ হিয়ায় ধরিবে না। ৭

(১) মহাপ্রলয়ান্তে বিচারের দিন।

(২) নিশ্বাস, মুহূর্ত্ত।

(৩) হোসেন মন্সুরের গুপ্ততত্ত্ব। তিনি প্রেমবশে "আনালহক" ব আমিই ঈশ্বর বলায় কঠোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

যে পেয়ালা আমি খাইয়াছি আজি,
গুপ্ত মম ভেদ রহিবে কি গো ?
প্রেমের মদিরা উছলিছে সদা,
তা' ত পেয়ালায় ধরিবে না। ৮

হে মগ্নীন ! যদি করহ বাসনা
তার গুপ্তকথা কহিতে মুখে,
ঐ শূলে তব হইবে নিবাস,
মেম্বরে (৪) তোমায় ধরিবে না। ৯

স্মৃতি

তেমনি হাসিয়া তেমনি নাচিয়া
আসে সে যখন কোলে গো
কি মধুর দোলে হৃদয়-কমল
ধীরে ধীরে মম দোলে গো। ১

কেমনে কহিব, কেমনে বুঝিব
কি মধুর যাদু জানে সে ?
ভুলাইছে মোরে মধুর মধুর
নিত্য নূতন বোলে গো। ২

(৪) ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ-বেদিকা।

মদিরতাময় তার সে মাধুরী
বুঝিবে কেমনে কেমনে
কি মহা উচ্ছ্বাস এ ক্ষুদ্র আমার
হৃদয়ের তলে তোলে গো ! ৩

তার সে করের কোমল পরশে
নিমেষে কি জানি কেমনে
হৃদয়ের শত রহস্যের দ্বার
আপনা আপনি খোলে গো। ৪

জগতের শত সহস্র সিরিতি
র'য়েছে পরাণে জড়ায়ে
দেখিলে ক্ষণেক তার সে মাধুরী
সকলি এ মন ভোলে গো। ৫

শত কাউসের (১) বিভব সম্মান
দলিবে ঘৃণায় চরণে
ভিখারী হবিব সে আপন জনে
পায় ক্ষণ যদি কোলে গো। ৬

২৩·৪—১৯১৪

(১) পারস্যের জনৈক মহা পরাক্রান্ত সম্রাট্।

ভিখারী

দে সাকিয়া জামে মরা
মন্ আশেকে জানানা আম,
দর ওয়াদাহা গফলত চরা
মন্ আশেকে জানানা আম।

(দিওয়ানে বহারে আজিজী)

—— ০ ——

দেহ সাকী, মোরে মদিরা মধুর
আমি ত প্রেমের ভিখারী—
ক্ষণ তরে আর সহে না সবুর (১)
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ১

বিগত নিশীথে গিয়াছিনু আমি
সখার সদনে গোপনে,
জুড়া'ল না হৃদি বেদনা বিধুর
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ২

আমি ত মুক্ত বিশাল বিশ্বে
মদিরা হালাল (২) মম গো

(১) সবুর—ধৈর্য্য।
(২) হালাল—বৈধ।

সখা-প্রেমে প্রাণ আছে ভরপুর
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ৩

মহাতীর্থ মম তাহারি কুটীর
মম কাবা (১) তারি মূরতি
উপাস্য আমার সেই সুচতুর
আমিত প্রেমের ভিখারী। ৪

রোজা ও নামাজ ভুলিয়াছি আমি
ভুলিয়াছি আমি সকলি
করিতেছি পূজা কি এক ঠাকুর
আমিত প্রেমের ভিখারী। ৪

কখন পাগল—ফিরি পথে পথে
কভুবা শ্মশানে উদাসী—
দগ্ধ হুতাশনে কভু স্তব্ধ তুর (১)
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ৬

কখন গোলাপ বাগিচায় মাঝে
কভু বুলবুল কাননে,
কখন বা আমি মলয়া মেহের
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ৭

(১) কাবা-শরীফ—যে মন্দিরের দিকে ফিরিয়া নমাজ পড়িতে হয়।
(১) ৬০ পৃষ্ঠার টীকায় তুর শব্দের বিশেষ অর্থ দ্রষ্টব্য।

বি আমি যে চাহি মহা গরীয়ান
তাহার মাধুরী গোপনে
উজলিছে এই হৃদয় মুকুর
আমি ত প্রেমের ভিখারী। ৮

আজি ত আজিজ নিরলক্ষ্যভাবে
ফিরিছে এখানে সেখানে
অনন্তে তাহার উঠিছে ঝুমুর—
"আমি ত প্রেমের ভিখারী"। ৯

১৮-৮-১৯১৯

কামনা

পরাণের মাঝে গুমরি গুমরি
উঠুক বেদনা জাগিয়া
বেদনার মাঝে বড় মধুরতা
লব গো বেদনা মাগিয়া। ১

সারাটি জগত নিঝুম নিস্থত
রবে গো যখন নিশীথে
বেদনার জ্বালা জাগায়ে হৃদয়ে
রবগো হরষে জাগিয়া। ২

নাচিবে গাহিবে হৃদয় মত্ত
কত যে ভাবের আবেশে
ছুটিবে উদাসে নিখিল বিশ্বে
কি জানি কাহার লাগিয়া। ৩

পলকে পলকে কত যে স্বর্গ
জাগিবে হৃদয়-মুকুরে
জগতের যত কলুষ কালিমা
সকলি যাইবে ভাগিয়া। ৪

অভাগা হবিব জ্বলনের মাঝে
পেয়েছে শান্তি জীবনে,
তাই সে জ্বলন—জ্বলনই শুধু
লবে এ জগতে মাগিয়া।

১৮-৬-১৯১৯

তোমারে

আমার এ আমি ধরিয়া দিয়াছি তোমারে—
সকলি ভুলিয়া বরিয়া নিয়াছি তোমারে।
নিখিল আমার সকলি আঁধার নয়নে
ওগো, ধ্রুব আমি করিয়া নিয়াছি তোমারে। ২

নিখিল অনন্ত রয়েছে স্তব্ধ কেমন
তারি মাঝে আমি বরিয়া নিয়াছি তোমারে। ৩

শূন্য আমার বিশ্ব-ভাণ্ডে গোপনে
ওগো প্রিয়তম,. ভরিয়া নিয়াছি তোমারে। ৪

তোমার লক্ষ্যে চলিছি একাকী তিমিরে
তোমারি ভাতিতে জানিয়া নিয়াছি তোমারে।৫

বুঝি না যুক্তি বুঝি না মুক্তি কিসে যে—
নীরবে নীরবে মানিয়া নিয়াছি তোমারে। ৬

তোমার আমার কি মধুর খেলা গোপনে
গোপনে এ প্রাণে টানিয়া নিয়াছি তোমারে।৫

হবিবের কিছু নাহিত রে আর তাহাতে
সকলি তাহার আনিয়া দিয়াছি তোমারে। ৮

১৮-৬-১৯

তোমারি

তাবে বনফ্‌শা মি দিহদ্‌
　　তুর্‌রাএ মুশ্‌ক্‌ সায়ে তূ।
পর্দ্দায়ে গুঞ্চা মি দরদ্‌
　　খন্দায়ে দিল্‌ কুশায়ে তূ।

(হাফেজ।)

গোলাপের বাস দেয় হে সতত
　　চারু কেশ-পাশ তোমারি;
হাসিছে মুকুল সুমধুর হাসি
　　দেখি চারুহাস তোমারি। ১

হে মম কুসুম সুরস সুবাস,
　　জ্বালা'ওনা তব অলিরে;
পরাণের সাথে করে সে সতত
　　শুভ অভিলাষ তোমারি। ২

শত্রু মিত্র সবে বলি স্বার্থপর
　　করুক কলঙ্ক—ডরি না,
সারা-জগতের ঘৃণা উপহাস
　　সব করি আশ তোমারি। ৩

মদের লালসা—প্রেমের যাতনা
নাহি রহে আর স্মরণে,
যখন পরাণে উঠে রে জাগিয়া
পূর্ণ হা-হুতাশ তোমারি। ৫

ফেরেশ্‌তার (১) মৃদু বারতা মধুর
বিরক্তি মম এ শ্রবণে,
সহিছি বিশ্বের শত কোলাহল
করি অভিলাষ তোমারি। ৬

লক্ষ্য তব প্রেম—তব পদধূলি
বেহেশ্‌ত্‌ মম এ জগতে ;
আমার সন্তোষ সন্তোষে তোমার,
মম যাহা খাস তোমারি। ৮

প্রেমের ফকির যদিও রে দীন,
রত্নাধার সে ত গোপনে ;
রাজ-অধিরাজ হইবে সত্বর
হয় রে যে দাস তোমারি। ৮

তোমার কপোল বাগিচা সুন্দর
সুষমা-বসন্ত-শোভিত ;
তাহাতে হাফেজ সুকণ্ঠ কোকিল
গায় প্রেমোল্লাস তোমারি।

২৩-৪-১৯১৩

(১) ফেরেশ্‌তা—ঈশ্বরের দূত,

কেমন ক'রে

তাঁহার আত্মা দিচ্ছে সাড়া কেমন ক'রে
জগৎ জুড়ে পড়্‌ছে নাড়া কেমন ক'রে। ১০

তালে তালে প্রাণ্‌টি আমার উঠছে কেঁপে
তনুরুহ হ'চ্ছে খাড়া কেমন ক'রে। ২

যে ভাব আমার আস্‌ছে মনে কইব কা'রে,
কহ তাহা সভায় পাড়া কেমন ক'রে। ৩

আজকে কেমন তারে তারে গেছে মিশে,
উঠ্‌ছে গাথা জগৎ-জোড়া কেমন ক'রে। ৪

আজকে হবিব্‌ দেখ্‌ছে ধরা বিপদ-ভরা,
ভাব্‌ছে সেত কাট্‌বে ফাঁড়া কেমন ক'রে। ৫

১০-৭-১৯১৩

এখনো এখনো কেন

বর্‌ নয়ামদ্‌ আজ্‌ তমান্নায়ে লবৎ
কামম্‌ হনুজ্‌
বর্‌ উমেদে জামে লালৎ
দর্দ্দে আশামম্‌ হনুজ্‌।

(হাফেজ।)

এখনো এখনো তব মধুর অধর হ'তে
দীনের কামনা নাহি পূরিছে,
এখনো এখনো তব মধুর পেয়ালা (১) আশে
বিষম পিপাসা মনে জাগিছে। ১

রোজে আজলেই (২) প্রিয়, হ'য়েছে ধরম মম
আবদ্ধ তোমারি কেশপাশে।
এখনো এখনো তবে অবোধ "জাহেদ" (৩) কেন
আমায় ধরম তরে ডাকিছে। ২

তোমার মোহন কেশ ভেবেছিনু ভ্রান্তিবশে
"খোতনের" কস্তুরী (৪) সুন্দর ;
এখনো এখনো মম তোমার সে কেশ-জাল
তীরসম দেহে মম লাগিছে। ৩

বুঝিবা আমার নাম উচ্চারিলা ভ্রান্তিবশে
কোন দিন সখা গো আবার,
প্রাণের সুবাস তাই আমার এ নাম হ'তে
চারিদিকে কি মধুর ছুটিছে। ৪

(১) পেয়ালা অর্থাৎ সুরাপাত্র।
(২) রোজে আজল—অদৃষ্ট সৃষ্টির দিন।
(৩) বাহ্যিকতাপ্রিয় ধার্ম্মিক সাধু।
(৪) খোতন কস্তুরী অর্থাৎ মৃগনাভির জন্য বিখ্যাত।

আছিলে যখন তুমি আমার মিলন-গেহে
বুঝি রবি নেহারিল তোমারে,
তাই কিগো নিতি নিতি তোমার দর্শন আশে
মম গৃহপাশে সে ত ফিরিছে। ৫

মুকুতা-অধর "সাকি" (৫) তব গো এ পিপাসিতে
দিয়াছিল "আজলের" দিনে
কি এক পেয়ালা সেই, মধুর মাধুরী তার
এখনো এখনো প্রাণে ছুটিছে। ৬

অনলবরণ ঐ মদিরা হইতে 'সাকি'
পেয়ালা দাও গো মোরে ভরিয়া ;
তাদের ভিতরে প্রিয়, এখনও কাঁচা আমি
তোমার প্রণয়ে যারা পাকিছে। ৭

কে তুমি কে বলিছ গো পরাণ সঁপিতে মোর,
তা হ'লে হইবে শান্তি মনে ?
এ পরাণ সঁপিয়াছি তাহারি চিন্তায় শুধু,
তবু না আরাম প্রাণে লাগিছে। ৮

লিখিছে হাফেজ তার মুক্তা-অধরের গাথা,
তাই দেখ জগত ভরিয়া

(৫) সাকি—যাহারা প্রমোদ সভায় মদ্য পরিবেশন করে ; এস্থলে প্রেমাস্পদ।

কি "আবে হায়াত" (৬) আহা
মধুর মধুর তর
তাহার কলম হ'তে বহিছে। ৯

বিহনে

গুলে খোশ্ বে ইয়ার্ খোশ্ নবাশদ্
বেবাদা বাহার্ খোশ্ নবাশদ্।

(হাফেজ)

সখার অভাবে কুসুম-কানন
লাগে না ভাল,
মদিরা বিহনে বসন্ত শোভন
লাগে না ভাল। ১

---

(৬) মূলগ্রন্থে ঠিক এই শব্দটি লিখিত আছে। আব—বারি, হায়াত—জীবন; আবে হায়াত—জীবন-বারি;—অর্থাৎ যাহা পান করিলে অমরতা লাভ করা যায়; বাঙ্গালা ভাষায় অমৃত ইহার সম-অর্থবোধক। প্রবাদ আছে যে, মহাত্মা খেজর (আ) আবে হায়াত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিখ্যাত সেকেন্দার (আলেকজাণ্ডার) আবে হায়াত অন্বেষণে বহুকষ্টে জোলমাতে বা রহস্যময় গভীর অন্ধকাররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবে হায়াত প্রাপ্ত হন নাই।

কানন-মাধুরী বসন্তের মৃদু
মধুর বায়,
প্রিয়তম সনে না হ'লে মিলন
লাগে না ভাল। ২

জ্ঞানের প্রভাব যদিও অতুল
জগত-তলে ;
বিনা সে মূরতি মধুর মোহন
লাগে না ভাল। ৩

মধুর-অধর কুসুম-শরীর
সখার সনে
বিনা ভালবাসা মধুর চুম্বন
লাগে না ভাল। ৪

শুনহ হাফেজ পরাণ তোমার
সামান্য অতি ;
না হলে "নেসার" * সখার কারণ
লাগে না ভাল। ৫

১-৯-১৯১৩

* উৎসর্গিত ।

মিটেনা কেন ?

মিটে যায় সব, মনের আশা
মিটে না কেন ?
পরাণের এই গভীর পিয়াসা,
মিটে না কেন ? ১

চাইলাম যারে, পাইলাম তারে
হৃদয়-মাঝে ;
তবুও প্রাণের সেই ভালবাসা
মিটে না কেন ? ২

জলধির মাঝে রয়েছি ডুবিয়া
তবুও হায়,
হৃদয়ের এই অসীম পিয়াসা
মিটে না কেন ? ৩

কি জানি কি আশে কি জানি কি মোহে
রজনী দিবা
গাইছে বুল্‌বুল, তবু তার ভাষা
মিটে না কেন ? ৪

কতই ভাসিল, কতই ডুবিল
মিশিয়া গেল ;
কিন্তু পরাণের অপার্থিব আশা
মিটে না কেন ? ৫

আজিত হবির্ বিষম সন্তাপে
পাগল-পারা ;
তাহার প্রাণের দারুণ পিপাসা
মিটেনা কেন ? ৬

৭-৯-১৯১৬।

ক'বনা ক তোমা ক'বনা !

আমার সে কথা গভীরতাময়
ক'বনা ক তোমা—ক'বনা ;
আমার সে গাথা খুলিয়া হৃদয়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা ! ১

প্রাচীর-আড়ালে রহিয়াছ তুমি
দু'নয়নে ঠুসি লাগায়ে ;
ভিতরে এদিক কত মধুময়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা । ২

তুমি ত দেখিয়া "শাহী" আড়ম্বর
অবাক হইয়া র'য়েছ,
এরি মাঝে যত রহস্যনিচয়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা । ৩

দেখিয়া উরধে অনন্ত গগন
রহিয়াছ তুমি চাহিয়া ;
মম নভ কত বিশালতাময়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা । ৪

স্বরগ মরত ল'য়ে থাক্ সবে,
আমিত ওসব চাইনা ;
কোন্ কোহেকাফে (১) আমার নিলয়,
ক'বনা ক তোমা ক'বনা । ৫

(১) রহস্যময় দুর্গম পর্ব্বত বিশেষ, ককাশশ পর্ব্বত।

সাধন ভজন তপ জপ যোগ
কিছুই ত মম নাই হে ;
যে সাধনে আমি র'য়েছি তন্ময়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা। ৬

অনন্ত আরশ (২) মোর পদতলে
জগতের আমি নই হে ;
শুনি' মোর কথা মানিবে বিস্ময়,
ক'বনা ক তোমা ক'বনা। ৭

ঠেলিয়া জগৎ দূরে—বহু দূরে
একাকী ত আমি চলেছি ;
কোথা—কোন্ আশে হইয়া নির্ভয়,
ক'বনা ক তোমা ক'বনা। ৮

যদিও হবিব্ পাগলের হালে
ঘুরিছে ফিরিছে জগতে ;
তার হৃদয়ের রহস্য-নিচয়
ক'বনা ক তোমা ক'বনা। ৯

২৪-৬-১৯১৩।

(২) ঈশ্বরের মহান সিংহাসন।

ব্যথিত।

আমার যে গুপ্ত কথা আছে গো তোমার সাথে
কে তাহা বুঝিবে এই ভবে ;
তুমি জান আমি জানি, হবেনাক জানা-জানি,
আঁধায় আঁধার তাহা র'বে।

আমার প্রাণের মাঝে যে পিপাসা জাগিতেছে,
সলিল নাইক তার কোথা ;
এ তপ্ত নিশ্বাসে মম সাগর শুকা'য়ে যাবে,
কে ভবে দোসর মোর হ'বে ? ২

তোমার এ উপেক্ষায় কি যে দীন সহিতেছে
দিবা নিশি জান কি গো তুমি ;
তুমি যদি ভাল বাস—তুমি যদি কাছে আস,
সবিত ভুলিয়া যাই তবে। ৩

সমগ্র পরাণ মোর জুড়িয়া গো দিবা-নিশি
তুলিতেছে ঝটিকা তুমুল,
একবার দেখিলে না— একবার বুঝিলে না,
কেন ভাবে কত দীন স'বে। ৪

আমার মনের কথা, আমার মরম-ব্যথা
বুঝিবে না বুঝিবে না কেহ ;
কেন নাথ এ পরাণে দিলে গো বেদনা এত,
প্রতিকার নাই যার ভবে। ৫

সুখের সংসারে হায় আমিত পাগল-পারা
নীরবে পরাণ মোর কাঁদে ;
কর্ত্তব্যের বোঝা লয়ে কেমনে চলিব আমি,
পরাণ অস্থির সদা যবে। ৬

অভাগা হবিব্ তব পড়েছে বিভ্রমে অতি,
নাথ ! তারে কর গো উদ্ধার ;
অনন্ত অমিয় দাও অনন্ত পিপাসী জনে,
জান সব—এ দীন কি ক'বে। ৭

উচ্ছ্বাসে ।

আমার প্রাণের দারুণ উচ্ছ্বাস
সে যদি রে ক্ষণে বুঝিত,
মম হৃদয়ের কাহিনী বিষম
যদি কেহ তারে কহিত। ১

ঘুরিছে সমীর এখানে সেখানে
সদাগতি তার নাম হে ;
তাহার আবাসে মম গাথা ল'য়ে
যদি রে সে ক্ষণে বহিত। ২

মধুর সমীরে কুসুমের বাস
আসিছে কেমন ভাসিয়া ;
হইত কেমন মধুর এ সব
যদি রে সে শুধু আসিত। ৩

পাষাণ—পাষাণ এপরাণ মম
হ'য়েছে সহিয়া সহিয়া ;
পরশে তাহার এ শুষ্ক পাষাণে
কত পারিজাত ফুটিত। ৪

আঁধার—আঁধার এ হৃদয় মম,
সেত জ্যোছনার খনি হে ;
আসিলে সে ক্ষণ এ অমা আঁধারে
কি মধুর শশী হাসিত। ৫

কোথা সে আমার, কোথায় বা আমি,
শত যোজনের পথ হে ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন-যুগল
হইয়াছে হায় লোহিত। ৬

অভাগা হবিব্ চির—চিরদিন
রহিত কেমন মজিয়া ;
যদি রে সে শুধু ক্ষণেকের তরে
স্নেহ-আঁখি তুলে চাহিত। ৭

২-৭-১৯১৩

ডাকি'ছি কা'রে।

বিজনে একাকী নীরবতা মাঝে
ডাকি'ছি কা'রে ?
বসিয়া একলা এ মধুর সাঁঝে
ডাকি'ছি কা'রে! ১

কা'র পানে চাহি' হৃদয়ের দ্বার
গিয়াছে খুলে ?
কোথা সে আমার কোন্ দেশে রাজে ?
ডাকি'ছি কারে! ২

মধুর সমীরে কাহার সুবাস
আসিছে ভেসে ?
কোথায় সে পরী, আছে কোন্ সাজে ?
ডাকি'ছি কা'রে! ৩

স্বপনের ঘোরে মাতায়ে পরাণ
নয়ন বেঁধে
পলাইল কে সে চকিতে অব্যাজে ?
ডাকি'ছি কারে! ৪

ভুলে গিয়ে সব হইয়া তন্ময়
রয়েছি বসে,
কা'র পানে চাহি, কোথা সে বিরাজে ?
ডাকি'ছি কা'রে ! ৫

চারি দিকে কিবা স্বপনের ছায়া
বেড়ায় ভেসে ;
ওরি মাঝে কা'র মাধুরিমা রাজে ?
ডাকি'ছি কা'রে ! ৬

যে সব মাধুরী দেখিয়া পরাণ
শিহরি উঠে,
কাহার মাধুরী তাহাদের মাঝে ?
ডাকি'ছি কা'রে ! ৭

কা'র আশে চাহি আকাশের পানে
হৃদয় মেলে—
আছি গো নিয়ত উদাসীর সাজে ?
ডাকি'ছি কা'রে ! ৮

অভাগা হবিব্ পরাণ তাহার
গিয়াছে জ্ব'লে,
কতই আশায় কত ভয়ে লাজে
ডাকি'ছি কারে ? ৯

১০-৯-১৯১৩

কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ

জে মাহ্ জুরী বর্ আমদ্ জানে আলম্
তরহম্ আয় নবী আল্লা তরহম্। (১) (জামী)

নয়ন আড়ালে নয়নের মণি
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ।
মাতিয়াছে তাহে একটি ধরণী,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ! ১

মেতেছে মানব, মেতেছে দানব—
মেতেছে ফেরেশ্ তা পরীরা,
মেতেছে হরষে এ ক্ষীণ লেখনী
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ! ২

তোমার বদন প্রদীপ্ত ভাস্কর—
অনন্ত মাধুরী-মাখান,
দীপ্ত তারি তেজে শত হীরা মণি,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ! ৩

(১) তোমার বিরহে জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত; হে ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ, অনুগ্রহ হউক, অনুগ্রহ হউক।

(২) স্বয়ং মহা-পরমেশ্বর।

তব সৌন্দর্য্যের সামান্য ভিখারী
জোহরা (৩) শশাঙ্ক আকাশে—
হে মম মহবুব্ (৪) পীরিতের খনি,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৪

তব হাবভাব, অমর বিভব
কে বুঝিবে আহা জগতে ?
কেমনে—কেমনে—কেমনে বাখানি
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৫

ছুটিছে অনন্তে তোমার মাধুরী,
মরমে মরমে ফুটিছে,
মরমে মরমে উঠিতেছে ধ্বনি,—
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৬

সহস্র ইউসোফ্ হউক নেসার (৫)
হে সখে, তোমার চরণে ;
হে আমার সখা, নয়নের মণি,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৭

(৩) অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ ; শুকতারা।

(৪) মহবুব—প্রেমাস্পদ

(৫) ইউসোফ বা যোসেফ—প্রসিদ্ধ ভাববাদী ও শারীরিক সৌন্দর্য্যে জগৎ বিখ্যাত ছিলেন। এখানে ইউসোফ অর্থে সুদর্শন প্রেমাস্পদ ব্যক্তিগণ। নেসার=ভেট, উৎসর্গ।

আম্বিয়া (৬) কুলের তুমি অলঙ্কার—
মাধুরীর তুমি মাধুরী,
ধন্য তব তরে উভয় ধরণী ;
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৮

ব্যথিতের তুমি সান্ত্বনার স্থান,
অনন্তের সাথী তুমি হে ;
অনন্তের আশে ছুটায়ে তরণী,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ৯

ভুবন-ভুলান তোমার ঠমকে
উঠিছে জগত মাতিয়া।
কোথা বসি' তুমি ওহে নরমণি
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ১০

জ্বলিল অনল দপ্ দপ্ করি,
আইল পতঙ্গ ছুটিয়া ;
জ্বালাইয়া দিবে সকলি এখনি,
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ১১

৬) আম্বিয়া—(নবীর বহুবচন) প্রেরিত মহাপুরুষগণ।

তোমার প্রণয়ে তোমার বিরহে,
দেখ কেয়ামত (৭) চলিছে ;
রহস্যের মাঝে রহিয়া আপনি
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ১২

থর থর থর কাঁপিছে জগত
ঘোর গভীরতা ফুটায়ে,
আর্শ ময়াল্লায় (৮) উঠিতেছে ধ্বনি ;—
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ১৩

হে হবিবে-খোদা (৯) হবিবের প্রাণ
গিয়াছে জ্বলিয়া পুড়িয়া ;
বাজা'য়ে এ প্রাণে সহস্র অশনি
কি খেলা জুড়িয়া দিয়েছ ! ১৪

(৭) মহাপ্রলয়।
(৮) ঈশ্বরের মহান্ সিংহাসন।
(৯) ঈশ্বরের প্রিয়বন্ধু।

আজি নিশীথে।

তায়ালাল্লা চে দৌলত দারম্ এম্‌শব্
কে আমদ্ নাগহাঁ দিলদারম্ এম্‌শব্।
(হাফেজ)।

আহা আহা কিবা অমূল্য বিভব
পাইলাম আজি নিশীথে,
আইল চকিতে প্রিয়সখা মম,
দেখিলাম আজি নিশীথে। ১

দেখিয়া তাঁহার মূরতি মোহন
সেজ্‌দা (১) করিনু হরষে
শোকর (২) খোদার, অতি পুণ্য কাজ
করিলাম আজি নিশীথে। ২

জীবন-পাদপে আজি শুভক্ষণে
মহা শুভফল ফলিল
অদৃষ্টের গুণে বেহেশ্‌তী (৩) সুফল
খাইলাম আজি নিশীথে। ৩

(১) ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করা। খোদা-তালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করা এসলাম শাস্ত্রমতে হারাম বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(২) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

(৩) স্বর্গীয়।

মন্সুরের সম বধ যদি মোরে
মম লোহে হবে লিখিত
"আনাল্ হক্" গাঁথা —এমনই যাদু
শিখিলাম আজি নিশীথে। (৪)

"কদরের রাতি" হইল হাসেল (৫)
জানি না কি মহা সাধনে ;
জানিনাক হেন কিবা নেক-কাম (৬)
করিলাম আজি নিশীথে। ৫

আজি আবরণ দিবত উঠায়ে,
যাক এ জীবন ডরি না
জগতবাসীরে কহিব গো, যাহা
দেখিলাম আজি নিশীথে। (৭)

(৪) হোসেন মন্সুরকে আনাল হক (অহংব্রহ্ম) বলা অপরাধে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, তাঁহার শোণিত মাটিতে পড়িয়াও আনালহক্ শব্দ লিখিত হয়। দেহ দগ্ধ ভস্ম হইতেও আনাল হক্ শব্দ উত্থিত হইয়া এই বাক্যের গভীর মর্ম্মার্থ ঘোষণা করিয়াছিল।

(৫) শবে কদর; ইহা একটি মহামঙ্গলময় রজনী। কোরান শরিফে ইহার বিশেষ প্রশংসা আছে। হাসেল—লাভ।

(৬) নেক কাম—পুণ্যকার্য্য।

(৭) সুফী সম্প্রদায়ের মতে এমন অনেক ঐশ্বরিক গুপ্ত তত্ত্ব আছে, যাহা প্রকাশ করিলে সাধারণ ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য; সুফীগণ প্রমত্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করেন, তাহা সাধারণের গ্রহণযোগ্য সত্য বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না

তুমি ধনবান্ আমি ত কাঙ্গাল
তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
তব সৌন্দর্য্যের দাও গো জাকাত (৮)
কহিলাম আজি নিশীথে। ৭

হইতেছে ভয়, বুঝিবা হাফেজ
পাগল হইয়া ফিরিবে ;
যে মহা-উচ্ছাস এ মম হিয়ায়,
লভিলাম আজি নিশীথে। ৮

প্রার্থনা

নানা দিক্ দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল ;
বড়ই ব্যাকুল "হয়রান্" হইয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ১

কোথায় গো তুমি, কোথায় গো তুমি,
রহিয়াছ কোথা লুকায়ে ;
দেখহ বারেক নয়ন তুলিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ২

(৮) জাকাত—মুসলমান ধর্ম্মানুসারে সঞ্চিত অর্থের ১/৪০ ভাগ দরিদ্রদিগকে দান ইহা ফরজ বা একান্ত কর্ত্তব্য।

যুগ যুগ কাল ভিখারীর বেশে
দ্বারে দ্বারে আমি ঘুরেছি,
কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ৩

তোমারে ভুলিয়া তোমারে ত্যজিয়া
এত দুরগতি মম হে,
একান্ত অধীন আপন বলিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ৪

কতই বেদনা কতই বিষাদ
আনিয়াছি প্রাণে জড়া'য়ে,
স্বকরম-ফলে মরমে মরিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ৫

সারাটি রজনী রহিয়াছি আমি
একাকী গো হেথা দাঁড়ায়ে ;
কোথায় গো তুমি আরামে শুইয়া ?
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ৬

আমি যে তোমার, আমি যে তোমার,
আজি কি গো তাহা ভুলিলে ?
লহ ডাকি মোরে আপন বলিয়া
আসিয়াছি,—খুল দরজা খুল। ৭

রাজ-অধিরাজ তুমি ত হে সখে,
আমি ত কড়ার ভিখারী ;
তা' বলি কি দীনে গিয়াছ ভুলিয়া ?
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ৮

পড়ে না কি মনে, সেই একদিন
কি তুমি আমার ছিলে হে ?
স্মরি তাহা দীনে লও হে ডাকিয়া ;
আসিয়াছি—খুল দরজা খুল। ৯

পলায়িত দাস অভাগা হবিব
বদনে কালিমা মাখিয়া,
বড় আশে লাজে মরমে মরিয়া
আসিয়াছি, খুল দরজা খুল। ১০

১১-৯-১৯১৩



আমি—তুমি

আমি তোমায় ভালবাসি
তুমি আমায় বাস্‌বে নাকি ?
আমি, নিতি তোমার কাছে আসি
তুমি ক্ষণেক আস্‌বে নাকি। ১

আমি যদি তোমার হব,
তুমি কোথায় যাইবে চলে?
তোমায় হৃদি পাতিয়া দিব
তুমি তাতে বস্‌বে নাকি ? ২

যথায় যাব মনে মুখে
গাইব আমি তোমার গাথা ;
ভুলিও তুমি জনম-ভরে
আমার কথা কইবে নাকি ? ৩

তোমার স্মৃতি, তোমার ছবি
রাখ্‌বো আমার প্রাণে ভ'রে ;
তুমি সখে, চরণ-তলে
এ অধীনে রাখ্‌বে নাকি ? ৪

"আমি তোমার—তুমি আমার"
রইবে লেখা হৃদয়-পটে
তুমি সখে, ভুলেও সে—
রক্ত-লেখা পড়্‌বে নাকি ? ৫

আজ্‌কে হবির ক্ষুণ্ণ মনে
রইছে ব'সে গৃহ-কোণে
ভাব্‌ছে সে ত কঠোর অতি
দীনের কথা রাখবে নাকি ? ৬

উল্লাসে

গাইছে সমীর ধীরে ধীরে—
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে ;
কইছে কানে ফিরে ফিরে—
আজকে আমার আস্‌বে সে। ১

কে যেন এক নূতন সাজে
সাজিয়ে দেছে ধরাখানি ;
সাজিয়েছে প্রকৃতিরে,
আজকে আমার আসবে সে। ২

উঠ্‌ছে শশী ধীরে ধীরে
পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসে ;
রক্ত-হৃদয় দিচ্ছে চিরে,
আজকে আমার আস্‌বে সে। ৩

তারাগুলি দূরে দূরে
কেঁপে কেঁপে ভাবের ভরে
আঁখি মেলে দেখ্‌ছে কিরে,
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ৪

গেরামগুলি নীরব নিথর,
আকাশ দেছে হৃদয় মেলে,
মেঘেরা সব আছে থিরে,
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ৫

উঠ্‌ছে গীতি মধুর তানে
নীরব নিথর কাঁপিয়ে ধীরে,
অনন্তেরি তীরে তীরে,
আজকে আমার আস্‌বে সে। ৬

স্তব্ধ ধরা—স্তব্ধ সবে
কি যে গভীর ভাবের ভরে,
গায়না পাখী তরু-শিরে,
আজকে আমার আস্‌বে সে। ৭

ফেরেশ্‌তারা (১) আসছে নেমে
আজ্‌কে সপ্ত-আকাশ হ'তে,
দাঁড়িয়েছে জগৎ ঘিরে,
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ৮

(১) ঈশ্বরের দূতসমূহ. Angels.

উঠ্‌ছে গাথা হৃদয় হ'তে
নূতন ভাবে নূতন তালে,
নূতন সুরে ধীরে ধীরে,
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ৯

স্তর ধরা স্তব্ধ থাক্‌ ;
আজ্‌কে হবিব্‌ মনের সাধে
রাখ্‌বে তারে হৃদয় চিরে,
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ১০

নিবে যাবে হাসি কান্না,
মিটে যাবে সকল আশা,
স‍ঁপ্‌ব' তুচ্ছ পরাণটীরে
আজ্‌কে আমার আস্‌বে সে। ১১

২০-৬-১৯১৩

সমাপ্ত